'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির চর্চা না থাকলে বাংলাদেশে রাজনীতি থাকবে না'

নিজস্ব
প্রতিবেদক

০৫ সেপ্টেম্বর,
২০২৪ ২০:৪৬

শেয়ার

অ +

অ -

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন। ছবি : সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৯ দফার একটি দফা ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত এমন কোনো

সিদ্ধান্ত হয়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রাজনৈতিক চরিত্র আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি রাজনীতির চর্চা না থাকে, তাহলে বাংলাদেশেই রাজনৈতিক চর্চা থাকবে না বলেও মনে করেন তিনি৷ কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ঢাবি ছাত্রদলের ভূমিকা নিয়ে কালের কণ্ঠের নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মানজুর হোছাঈন মাহি।

প্রশ্ন: কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পরিকল্পনা কী ছিল?

উত্তর: একটা সময় পর্যন্ত কোটা এর যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এর যৌক্তিকতা ছিল বলে আমরা মনে করি নাই।

হাইকোর্টের ৫ জুন রায়ের পর থেকে আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত হবো। এখানে একটা আলোচনা হয়েছিল আমরা কীভাবে সম্পৃক্ত হবো। এটা যেহেতু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

এবং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের সফলতা ও আমাদের ব্যক্তিগত কোনো সফলতা নয়, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা কোনো আলাদা ব্যানারে আন্দোলন করবো না৷ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের নেতাকর্মী সশরীরে উপস্থিত ছিল।

প্রশ্ন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রথম পুলিশি আগ্রাসনের দিন ঢাবি ছাত্রদলের কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর: গত ১৭ জুলাই গায়েবানা জানাজার সামনের সারিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ছিল।

আরেকটি বিষয় এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের নেতাকর্মী যারা নিয়মিত শিক্ষার্থী, তারা একদম প্রথম সারিতে ছিল। আপনি যদি ফুটেজ বিশ্লেষণ করেন তাহলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা পাবেন৷ গায়েবানা জানাজায় যখন কফিন নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মিছিল ও জানাজার প্রথম সারিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিল৷

প্রশ্ন: ইন্টারনেট বন্ধ ও কারফিউ চলাকালীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ঢাবি ছাত্রদলের কী ভূমিকা ছিল?

উত্তর: প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন হামলা হয়, তখন চানখারপুল এলাকায় যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে সেখানে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিল এবং অনেকেই আহত হয়েছিল। ১৯ জুলাই কাকরাইল শান্তিনগর এলাকায় আন্দোলন চলাকালীন আমি নিজেও আহত হয়েছিলাম। এরপর যখন নেটওয়ার্কসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা আমাদের নেতাকর্মীদের স্পষ্ট বার্তা ছিল যে ঢাকার শাহবাগ, শহীদ মিনারসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আমাদের নেতাকর্মীদের উপস্থিত থাকা। তখন কারফিউ সময় আমরা নেতাকর্মীরা ছোট ছোট ফোন ব্যবহার করতাম।

নেতাকর্মীদের মেসেজিংয়ের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতাম। এরমধ্যে কিছু সমন্বয়কের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিল। এরমধ্যে নেটওয়ার্কের যে অবস্থা তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আন্দোলন যেহেতু সর্বস্তরে ছড়িয়ে পরেছিল তাই নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে যেখানে অবস্থান করবেন সেখানেই নেতৃত্বে দিবেন৷

যেহেতু ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ছিল। কীভাবে প্রতিরোধ গড়তে হবে, টিয়ারগ্যাস মারলে কী করতে হবে, কীভাবে মুভ করতে হবে এই অভিজ্ঞতাগুলো ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের থাকার জন্য আমাদের নির্দেশনা ছিল আন্দোলনের সামনের সারির তোমরা থাকবা। এজন্যই আন্দোলনে ছাত্রদলের একদিন তালিকাভুক্ত অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন। আমাদের নেতাকর্মীরা খুব সাহসিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছে। মিরপুর, বাড্ডা, রামপুরা, যাত্রাবাড়ী এই এলাকায় অসংখ্য ঢাবি ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা কীভাবে মুভ করতে হবে, কীভাবে প্রতিরোধ গড়তে হবে এরকম দিক নির্দেশনা দিয়েছিল।

প্রশ্ন: এই আন্দোলনে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর: আমি মনে করি ছাত্রলীগ এবং তার দোসররা ব্যতীত এই আন্দোলনে সব দলের ভূমিকা আছে। এই আন্দোলন সকলের আন্দোলন ছিল। সেখানে সকল ছাত্র সংগঠনেরও অবস্থান ছিল। এই আন্দোলনে পুলিশের পাশাপাশি ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গুলিতে অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন। বাংলাদেশের ছাত্রলীগ ব্যতীত অন্যান্য যারা ক্রিয়াশীল সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা প্রত্যেকে এই আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি কীভাবে দেখতে চাই?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক চরিত্র আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি দেখি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ যেকোনো যৌক্তিক আন্দোলন এবং সর্বশেষ এই ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তৈরি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একই সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক তিনদিকে নেতৃত্ব প্রদান করে। মাঝখানে একটা দীর্ঘ সময় এই জায়গাটা থমকে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি থমকে যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি রাজনৈতিক চর্চা না থাকে তাহলে বাংলাদেশেই তো রাজনৈতিক চর্চা থাকবে না। এজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ ধারা, সুস্থ চিন্তার রাজনীতি দরকার। যে রাজনীতি হবে বিশ্বমানের, দেশ গড়ার, জ্ঞান বিজ্ঞান আদান প্রদান-চর্চার ক্ষেত্র৷ সে-রকম একটি পরিবেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হবে এবং ছাত্র রাজনীতিটিও সেরকম হবে। ছাত্র রাজনীতি হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। কোনোভাবে কোনো বিরোধীদলের মতামতের স্বাধীনতাকে খর্ব করার ছাত্র রাজনীতির চর্চা এখানে হবে না। এখানে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা হবে।